ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মো. মাহ্‌ফুজুল হক
মো. নেওয়াজুল মওলা

১১ মে ২০২২

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত; চাহিদার অপরিহার্যতার প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সরকারের একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র
- পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির (১৮-ক অনুচ্ছেদ) অংশ
- প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭ এবং ১৩ অর্জনের পূর্বশর্ত
- সকলের জন্য সুলভ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজিকে) প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ অব্যাহত
- ২০২১ সালে ১০টি কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধ করার পরও ২০৩০ সালের মধ্যে সরকারের ১০-১২ হাজার মেগাওয়াট বা মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
- বাতিলকৃত প্রকল্পের কয়েকটিকে এলএনজিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আরও ব্যয়বহুল জীবাশ্ম জ্বালানির দিকে ঝুঁকে পড়া
- বিদেশী ঋণের ঝুঁকি নিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান অব্যাহত

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে এখাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হলেও এসংক্রান্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ঘাটতি
- সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) এবং ইনটিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রস্তুতে জাপান ও জাইকার স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে অভিযোগ
- এছাড়া দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইনের আওতায় জ্বালানি প্রকল্পের অনুমোদন, বাংলাদেশে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণ, জনপরিসরে এ সংক্রান্ত তথ্যের স্বল্পতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশ
- ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের ঘাটতি প্রতিফলিত; তবে কয়লা এবং এলএনজি প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সুশাসন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি
- কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দিকসমূহ সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা

গবেষণার উদ্দেশ্য

❑ প্রধান উদ্দেশ্য

কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের নীতিকাঠামো বিশ্লেষণসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা

❑ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধি-বিধান প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা
- কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদনের কারণ এবং প্রভাবকগুলো চিহ্নিত করা
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
- চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা

গবেষণা পদ্ধতি

- মূলত এটি একটি গুণগত গবেষণা; তবে ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার
- গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে ৩টি বিদ্যুৎ প্রকল্প (২টি কয়লাভিত্তিক ও ১টি এলএনজিভিত্তিক) নির্বাচন
- পিএসএমপি বাস্তবায়নে প্রকল্পগুলো অনুমোদন করা হয়েছে এবং প্রকল্প নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা-

(ক) প্রকল্পের অবস্থান- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, জলবায়ু ঝুঁকি; (খ) প্রকল্পের আকার ও বাজেট; (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি; (ঘ) প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র এবং প্রকল্প নিকটবর্তী এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবিকার ওপর প্রভাব

নির্বাচিত প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম	ধরণ	অর্থায়নকারী	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	চুক্তির সাল	অবস্থান
১	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	কয়লা	ডিএফসি হোল্ডিং; হংকং হোল্ডিংস; আইসোটেক; পাওয়ার চায়না কনসোর্টিয়াম; বাংলাদেশ সরকার	৩৫০	২০১৭	নিশানবাড়ীয়া, তালতলী, বরগুনা
২	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	কয়লা	এস আলম গ্রুপ; সেপকো; এইচটিজি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ: চীনের ঋণ (৭টি ব্যাংক) বাংলাদেশ সরকার	১৩২০	২০১৩	গন্ডামারা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
৩	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র	এলএনজি	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, মিতসুই কোম্পানি লিমিটেড	৬০০	২০১৫	মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার

গবেষণা পদ্ধতি...

- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে
- তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি প্রকল্প এলাকা পর্যবেক্ষণ। স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনের সাথে একটি চেকলিস্টের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, জ্বালানি ও ইআইএ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ, মানবাধিকারকর্মী, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, ইত্যাদি
	ফোকাস দলীয় আলোচনা (এফজিডি)	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ
পরোক্ষ তথ্য	বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট

- গবেষণার সময়কাল: ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে এপ্রিল ২০২২

বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র
আইন ও নীতি	▪ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং জাতীয় আইন, নীতি ও বিধান
সক্ষমতা	▪ প্রযুক্তিগত সক্ষমতা; জ্বালানি খাতের অবকাঠামো; জ্বালানি প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা
স্বচ্ছতা	▪ তথ্য প্রকাশ- স্বপ্রণোদিত এবং চাহিদাভিত্তিক ▪ ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা
জবাবদিহিতা	▪ তদারকি এবং নিরীক্ষা; অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ▪ প্রকল্প অনুমোদনে বিবিধ চুক্তি সম্পাদন
অংশগ্রহণ	▪ স্থান নির্বাচন, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নসহ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ▪ স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, জীবিকা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান
অনিয়ম ও দুর্নীতি	▪ প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন ▪ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন ও পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান ▪ ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ নিরূপণ এবং বিতরণ ▪ বিভিন্ন অংশীজনের স্বার্থ

গবেষণার ফলাফল

৯ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

জ্বালানি মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) প্রস্তুত

- **বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি) নিজেরা প্রস্তুত করতে না পারা**
- **পিএসএমপি তৈরিতে বারবার জাইকার অর্থ গ্রহণ এবং জাইকা কর্তৃক একই প্রতিষ্ঠানকে (টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি-টেপকো) বারবার পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ**
  - জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে জাপানের নিজস্ব ব্যবসা সম্প্রসারনের স্বার্থে কয়লা এবং এলএনজিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশের জ্বালানি মহাপরিকল্পনা তৈরির অভিযোগ
- **পিএসএমপি প্রস্তুতে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের সুযোগ না রাখা**
- **বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কার্যকর সমন্বয় না করাসহ জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালন না করার অভিযোগ**
- **পিএসএমপি প্রস্তুতের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ; জ্বালানি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির সুযোগ তৈরি এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব**
  - টেপকোর অঙ্গসংগঠন টেপসকোসহ (টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড), জেরা ও মারুবেনিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, বিতরণসহ ইআইএ ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শক নিয়োগ

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ...

রিভিজিটিং পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬

ক্ষেত্রসমূহ	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা নিরূপণ	▪ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরবরাহ ও চাহিদার অসঙ্গতিসহ ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে ২০৪১ সালের মধ্যে ৮২ হাজার মেঃওঃ জ্বালানি চাহিদা প্রাক্কলন যার ৭০ শতাংশ কয়লা ও গ্যাস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ	▪ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ১৮টি পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা প্রকল্প অনুমোদন ▪ চাহিদা না থাকলেও প্রাক্কলন অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করায় সক্ষমতার অর্ধেক বিদ্যুৎ ব্যবহার ▪ অব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য ক্রমাগত ভর্তুকি -২০২০-২১ অর্থবছরে পিডিবি'র জন্য ভর্তুকির পরিমাণ ১১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা এবং ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৬২ হাজার ৭০২ কোটি টাকার পুঞ্জিভূত ক্ষতি
জ্বালানি মিশ্রণ নির্ধারণ (এনার্জি মিক্স)	▪ বৈশ্বিক বাজারে জ্বালানির দাম ও জ্বালানি ব্যবস্থার ক্রমাগত রূপান্তরকে বিবেচনা না করা ▪ অভ্যন্তরীণ গ্যাস ও কয়লার দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতে ঘাটতি ▪ আমদানি নির্ভর কয়লা ও এলএনজিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান	▪ কখনো অভ্যন্তরীণ কয়লা ও গ্যাস আবার কখনো আমদানি নির্ভর কয়লা ও এলএনজিকে গুরুত্ব প্রদান- বারবার জ্বালানি মিশ্রণে পরিবর্তনের ফলে জ্বালানি অবকাঠামোতে পরিবর্তনসহ এই খাতে অপচয় ও আর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি ▪ গত এক দশকে বিদ্যুতের দাম গড়ে ৯১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ মোট ৯ বার বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ...

রিভিজিটিং পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬

ক্ষেত্রসমূহ	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
জ্বালানি ব্যবস্থার রূপান্তর/ নবায়নযোগ্য উৎস	▪ বৈশ্বিক বাজারে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ৮৯% পর্যন্ত কমলেও এই উৎসকে গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি ▪ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৭ মতে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের জন্য মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১৭% নবায়নযোগ্য হওয়ার শর্ত হলেও তা ১০% নির্ধারণ ▪ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে গ্রিডে প্রাইভেট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের কার্যকর মডেল না থাকা	▪ ৩০ হাজার মেঃওঃ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও এখাতকে গুরুত্ব প্রদান না করা এবং ২০২১ সাল পর্যন্ত ৪২টি নবায়নযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে চারটি বাস্তবায়ন ▪ ২০২১ সালের মধ্যে মাত্র ২৮০০ মেঃওঃ ও ২০৪১ সালে ৯৪০০ মেঃওঃ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ▪ মোট উৎপাদন সক্ষমতার ১০% লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২১ সালে মাত্র ৭৭৯ মেঃওঃ বা ২.৩% অর্জন ▪ ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদিত বিদ্যুৎ অব্যবহৃত থাকা
সঞ্চালন লাইন প্রস্তুত	▪ জ্বালানি উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও সঞ্চালন লাইন প্রস্তুতে গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি	▪ সঞ্চালন লাইন না থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে আসলেও জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করতে না পারা ▪ উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে না পারায় ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ভর্তুকি প্রদান এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতি

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ...

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০

প্রধান বিধানসমূহ	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
প্রারম্ভিক আলোচনা এবং ধারা ১(২), মেয়াদ	▪ সাময়িক সময়ের জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০১০ সালে ৪ বছরের জন্য আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল কিন্তু উদ্বৃত্ত থাকার পরও ৩ দফা মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০২৬ সাল পর্যন্ত আইনটি কার্যকর রাখা	▪ এই আইনের আওতায় পরিবেশ বান্ধব এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী নয় এমন বড় ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প অনুমোদন ▪ অপরিকল্পিতভাবে রেন্টাল/কুইক রেন্টালসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের সুযোগ
ধারা (৩), আইনের প্রাধান্য	▪ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬-কে পাশ কাটিয়ে এই আইনের প্রাধান্য	▪ যোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকলেও উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় না গিয়ে পূর্ব নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠানকে কাজ প্রদান- জ্বালানি খাতের বিবিধ ক্রয়, ঠিকাদার নিয়োগ এবং কার্যাদেশ প্রদানসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগ ▪ অযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে অধিক দামে বিদ্যুৎ ক্রয়ে চুক্তি, সময়মত উৎপাদনে আসতে ব্যর্থ হওয়া এবং জ্বালানি খাতে ব্যয় বৃদ্ধিসহ রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ...

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০		
প্রধান বিধানসমূহ	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
ধারা (৯), আদালতের এখতিয়ার রহিতকরণ	▪ এই আইনের অধীনে গৃহীত প্রকল্পে সম্পাদিত বিবিধ কার্যক্রমের বৈধতা সম্পর্কে আদালতের এখতিয়ার রহিত করা	▪ বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট আইনের লংঘন, ক্ষমতার অপব্যবহার, এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি সম্পর্কে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারা ▪ কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার-আইপিপি গত ১০ বছরে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন না করলেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ না থাকায় সরকার তাদের ৪৩ হাজার ১৭০ কোটি টাকা অন্যায্যভাবে পরিশোধ করতে বাধ্য হওয়া

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫		
প্রধান বিধানসমূহ	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
ধারা ৫ (১ ও ২), সীমানা নির্ধারণ এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা	▪ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণে কোনো নির্দেশনা না থাকা ▪ ঝুঁকি নিরূপণ সাপেক্ষে সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার জন্য নির্দিষ্ট কোনো মানদন্ড না থাকা	▪ ঝুঁকি থাকা স্বত্ত্বেও কিছু সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ না করা ▪ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন হিসেবে ঘোষণা না করা
ধারা ৬(ঙ): জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ	▪ 'অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে'র উল্লেখ রেখে জলাধার ভরাট ও শ্রেণি পরিবর্তনের সুযোগ	▪ 'অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ' নির্দিষ্ট না থাকায় ধারার অপব্যবহার; জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তন করে প্রকল্পের স্থাপনা নির্মাণ - মাতারবাড়ীতে কুহেলিয়া নদীর পাড় ধরে ৭.৩৫ কিঃমিঃ বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণের জন্য ৬২.২৫ একর জমি নদী ও খাস শ্রেণিভুক্ত হলেও তার শ্রেণি পরিবর্তনের সুপারিশ করা - নদীর ৮-১০ মিটার ভিতরে বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ এবং নদীর ভিতরে দ্বীপ নির্মাণ করে সেতু নির্মাণ কাজ পরিচালনা

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫		
প্রধান বিধানসমূহ	সীমাবদ্ধতা/ঘাটতি	ফলাফল/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
ধারা (১২), পরিবেশগত ছাড়পত্র	▪ অবস্থানগত ছাড়পত্র নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরুর সুযোগ	▪ পরিবেশ সমীক্ষা না করেই 'এক্সটেনশন ইআইএ' দিয়ে ছাড়পত্র নেওয়ার সুযোগ রাখা এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক কয়লা ও এলএনজিসহ অন্যান্য ভারী শিল্প নির্মাণ অব্যাহত ▪ সংশোধনের নামে দফায় দফায় ইআইএতে পরিবর্তন ▪ ক্ষেত্রবিশেষে নদী ও জলাধার সুরক্ষায় জড়িত প্রতিষ্ঠান যেমন নদী কমিশনের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করা ▪ সরেজমিন পরিদর্শনে জলাধার ভরাটের সত্যতা পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আইনি ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থতা এবং নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে না পারা

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

- প্যারিস চুক্তির আওতায় আইএনডিসিতে বাংলাদেশ শর্তহীনভাবে ৫% এবং তহবিল প্রাপ্তিসাপেক্ষে ১৫% কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়নে অগ্রগতি না হওয়া
  - –প্রতিশ্রুত কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে আলাদা পরিকল্পনাসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের রূপরেখা না থাকা
  - –সুপার ক্রিটিক্যাল ও আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির নামে কয়লা প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত; প্রস্তাবিত ১৮টি প্রকল্প থেকে ২০৩০ নাগাদ প্রতি বছর ১ লাখ ১০ হাজার টন কার্বন নিঃসরণের আশঙ্কা ও কয়লাভিত্তিক উৎপাদন সক্ষমতা ৬৩ গুণ বৃদ্ধির আশঙ্কা

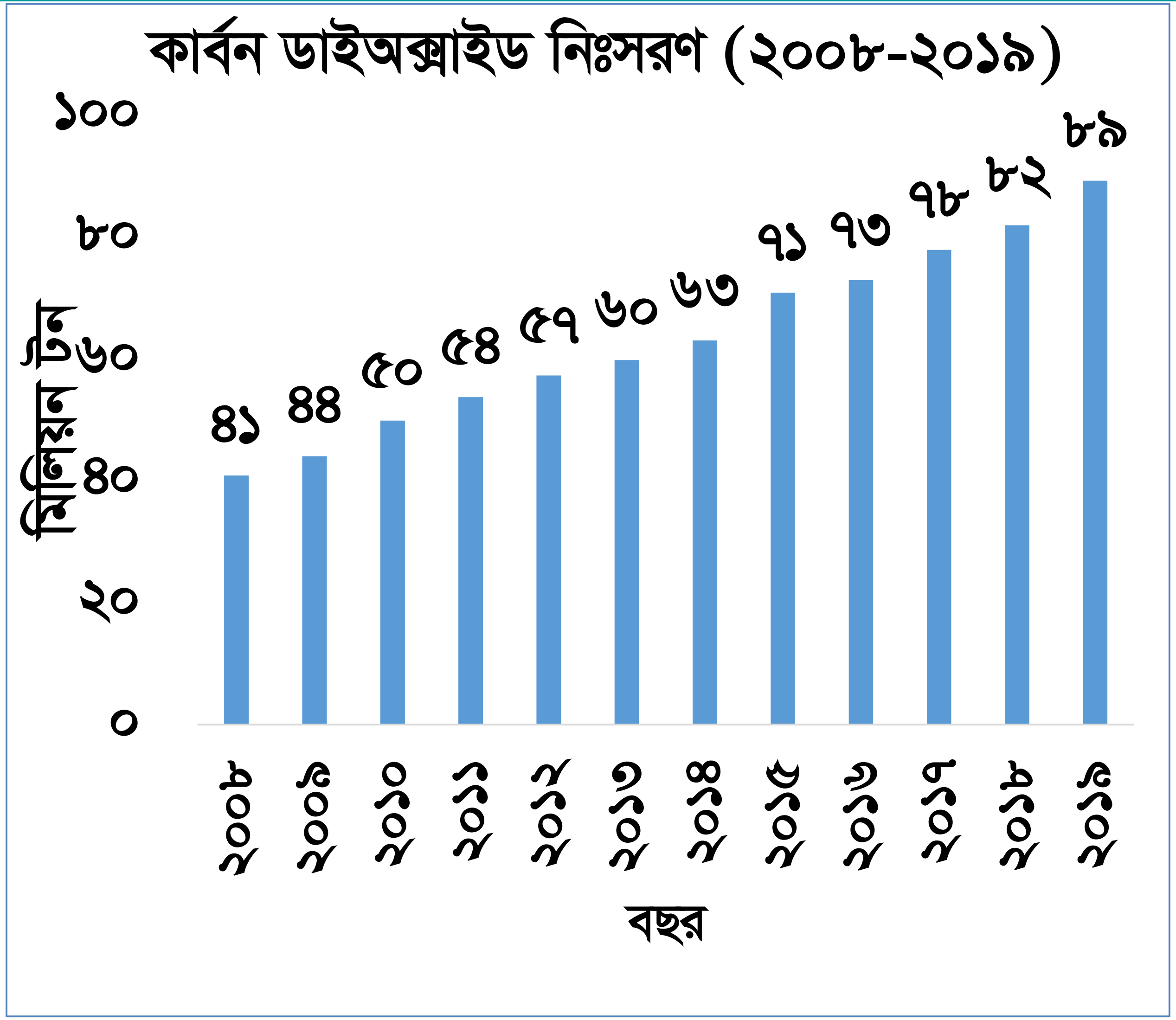

- ২০০৮ সালে জ্বালানি খাত থেকে ৪১ মিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ এবং ২০১৯ সালে তা বেড়ে ৮৯ মিলিয়ন টনে উন্নীত- ২০০৮ সালের তুলনায় ১১৮% বৃদ্ধি

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ

কয়লা এবং এলএনজি ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি

- **প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা (ক্রিটিক্যাল, সুপার ক্রিটিক্যাল, আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি) না থাকায় আমদানি নির্ভর প্রযুক্তি দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন**
- চীন ও জাপানের পুরাতন এবং ব্রাউন ফিল্ড বয়লারগুলোকে গ্রীন নামে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। উন্নত দেশের উদ্বৃত্ত এবং অব্যবহৃত কয়লা প্রযুক্তির 'ডাম্পিং ক্ষেত্র' হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার

জ্বালানি খাতের অবকাঠামোগত ঘাটতি

- **অভ্যন্তরীণ কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিতে সক্ষম না হওয়া ও আমদানি নির্ভর জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা**
  - পেট্রোবাংলা কর্তৃক বর্তমান মোট চাহিদার ৫২.৩% এর বেশি গ্যাস সরবরাহ করার সক্ষমতা না থাকা
  - সুপরিকল্পিত অবকাঠামোগত রূপরেখা প্রণয়ন না করেই মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ এগারোটি আমদানি নির্ভর এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা
- ৩০ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও এসংক্রান্ত অবকাঠামো প্রস্তুতে ঘাটতি
- **জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহে সঞ্চালন লাইন প্রস্তুতকে কম গুরুত্ব প্রদান এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ লাইনে সঞ্চালন করতে সক্ষম না হওয়া**

জ্বালানি প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

- **দরকষাকষির ক্ষেত্রে সক্ষমতার অভাব-**
  - প্রভাবশালী আইপিপিদের বিনিয়োগ প্রস্তাবে সরাসরি রাজি হওয়া এবং আনসলিসিটেড প্রকল্প গ্রহণ
  - উন্মুক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে না পারায় অর্থায়ন সংক্রান্ত বৈদেশিক ঋণের চুক্তি সম্পাদনে দরকষাকষিসহ দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় নিতে সক্ষম না হওয়া
- একই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থের উৎস সন্ধান এবং অর্থায়নসহ পুরো বিষয় সমন্বয় করায় সুদের হার ও শর্ত নির্ধারণে দরকষাকষির সুযোগ না থাকা এবং উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহনে বাধ্য হওয়া
  - চীনের বিবিধ ব্যাংক থেকে নন-কনসেশনাল বা কঠিন শর্তে ঋণ নেওয়া এবং সরকারের পক্ষ থেকে ঋণের গ্যারান্টি প্রদান
  - ক্ষেত্রবিশেষে অর্থায়নকারী কর্তৃক ঋণের সুদ গ্রহণ, আবার ইকুইটির লাভও গ্রহণ
  - ক্ষেত্রবিশেষে সুদের হার প্রায় ৫-৬ শতাংশ; সঠিক সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হলেও পিডিবি কর্তৃক নামমাত্র ক্ষতিপূরণ আদায়; অন্যদিকে শর্ত অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার আগেই সুদ প্রদান
- প্রকল্পে সভ্রেইন গ্যারান্টির নিশ্চয়তা প্রদান- দেশী-বিদেশী উৎপাদনকারীদের জন্য তিন-পাঁচ গুণ বেশি দামের নিশ্চয়তা; নিয়মিত বিদ্যুৎ ক্রয়ের শর্ত; বিদ্যুৎ ক্রয় না করলে ক্যাপ্যাসিটি চার্জ প্রদান; মোট বিনিয়োগের ১০ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থের খুচরা যন্ত্রপাতি প্রতিবছর করমুক্ত আমদানির সুবিধা; জমি ক্রয়ে সরকারি রেজিস্ট্রেশন ফি মওকুফ করা ইত্যাদি

স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প তথ্য	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র*
প্রকল্পের ডিপিপি ও ইআইএ প্রতিবেদন স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা চাহিদা সাপেক্ষে প্রকাশ	X	X	প্রযোজ্য নয়
ঋণের হার, শর্ত, মুনাফা বন্টন ও মুনাফার আয়কর সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ	X	X	প্রযোজ্য নয়
আর্থিক লেনদেনসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং বাজেট সম্পর্কিত তথ্য উন্মুক্ত করা	X	X	প্রযোজ্য নয়
ভূমি অধিগ্রহণে প্রকল্প সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান	X	X	X
চুক্তি ও ক্রয় প্রক্রিয়ার তথ্যাদি স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা চাহিদা সাপেক্ষে প্রকাশ	X	X	X
ওয়েবসাইটে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা	X	X	X

*মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সিপিজিসিবিএল এবং মিতসুই কোঃ এর মধ্যে নন-বাইন্ডিং চুক্তি হলেও এখনো যৌথ কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হয়নি। তাই ডিপিপি প্রস্তুতসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের কিছু কার্যক্রম শুরু হয়নি।

X-হয়নি; √–হয়েছে

জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ

তদারকি কার্যক্রমে ঘাটতি

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠপর্যায়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণ নির্গমন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের ক্ষতি সংক্রান্ত বিষয় তদারকি না করা
- প্রকল্পের নামে সরকারি-বেসরকারি জমি দখল; সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ভূমি অফিসসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসসমূহের তদারকি না করার অভিযোগ
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের আপত্তিসমূহ অগ্রাহ্য করা
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নির্মাণ কাজের দ্বারা সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির যথাযথ তদারকি ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা না থাকা
- নদী ও খালে প্রকল্পের বর্জ্য নিক্ষেপ করলেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করা

নিরীক্ষায় ঘাটতি

- বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য প্রতি বছর একই প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পাওয়া এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলো নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদ না করা
- কোন কোন খাতে কিভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় হয়েছে নিরীক্ষায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো ব্যাখ্যা না চাওয়া

জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ

অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থায় ঘাটতি

- ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে স্থানীয় দপ্তরগুলোর অনীহা, ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণ ও অসহযোগীতা এবং অভিযোগকারীদের হয়রানি করা
- স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের ভীতি প্রদর্শন, চাপ প্রয়োগ ও হেনস্থা করার অভিযোগ
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংঘটিত দুর্নীতি ও অনিয়মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত করার অভিযোগ
- জমি অধিগ্রহণে জমির মালিকদের হয়রানি ও মামলা প্রদান করা হলেও এমন অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করা
- দুদক মামলা করলেও জাল দলিলের গ্রহীতাকে বাদ দিয়ে দলিলের সাক্ষীদের বিরুদ্ধে মামলা করা এবং মূল অভিযুক্তদের অপরাধ থেকে ছাড় পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া
- দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিচারের আওতায় না আনা

জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প তথ্য	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা সম্পাদন	√	√	X
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০-এর আওতায় পরিবেশের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন	√	√	প্রযোজ্য নয়
স্ট্যান্ডার্ড এগ্রিমেন্ট প্রসেস অনুসরণ করে চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন	X	X	প্রযোজ্য নয়
সর্ম্পূণভাবে ডিপিপি প্রস্তুত করে প্রকল্প অনুমোদন	X	X	প্রযোজ্য নয়
পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৮ অনুযায়ী এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগীতার ভিত্তিতে ক্রয়সহ বিবিধ চুক্তি সম্পাদন	X	X	প্রযোজ্য নয়
উন্মুক্ত পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা	X	X	প্রযোজ্য নয়

X-হয়নি; √–হয়েছে

জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প তথ্য	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
প্রকল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কর ছাড়	√	√	প্রযোজ্য নয়
ইপিসি ঠিকাদারদের আয়কর, পরামর্শক কর, উৎপাদন ও ভ্যাট রেয়াত দেওয়া	√	√	প্রযোজ্য নয়
জ্বালানি আমদানিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ৫ থেকে ১৫% পর্যন্ত ভ্যাট ছাড়	√	√	প্রযোজ্য নয়
ট্রান্সফরমার, ক্যাপাসিটর, সুরক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ পিপিআর অনুযায়ী ক্রয়	X	X	প্রযোজ্য নয়
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকল্পের পক্ষে ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি প্রদান	√	√	প্রযোজ্য নয়

- বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্রের সময়মতো উৎপাদনে আসতে না পারা, সময় বর্ধিত করা
- বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকালীন সরকারের কাছ থেকে ৩ হাজার ১৮৯ কোটি টাকা কর ও ভ্যাট রেয়াত বাবদ গ্রহণ

X-হয়নি; √–হয়েছে

অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ

- প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ না করা
- ক্ষেত্রবিশেষে নীতি নির্ধারকদের সাথে সভায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অনৈতিক সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের শিখিয়ে দেওয়া কথাই সভায় উপস্থাপন করা
- পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় (আইইই, ইআইএ এবং এসআইএ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করায় ঘাটতি
  - প্রকল্পের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবেশগত বিপন্নতা ও পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মতামত পরিবেশগত সমীক্ষাতে গ্রহণ না করা
- ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত না করা
- স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতে ঘাটতি

অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রকল্প অনুমোদনে দুর্নীতি

- জ্বালানি খাতের নীতিনির্ধারক এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে যথাযথ বিশ্লেষণ না করে প্রভাবশালীদের স্বার্থে কয়লা ও এলএনজি প্রকল্প অনুমোদনের অভিযোগ
  - প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ কর্মকর্তা নিয়োগ ও বদলিতে বিদেশী লবিইস্টদের প্রভাব; যোগসাজশের মাধ্যমে সরকারি আমলাদের প্রভাবিত করে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার অভিযোগ
- প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এগ্রিমেন্ট প্রসেস অনুসরণ না করেই চুক্তি করে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া
- পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে (ভারত, চীন, পাকিস্তান ও অষ্ট্রেলিয়া) নির্মিত কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম বাংলাদেশী টাকায় ৩.৪৬-৫.১৫ পড়লেও নির্বাচিত প্রকল্পে বেশি মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয়ের সুযোগ রেখে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া

বিদ্যুৎকেন্দ্র	ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম (টাকা)	পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অতিরিক্ত দাম (টাকা)	পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অতিরিক্ত দাম (শতাংশ)
বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	৬.৬১	১.৪৬-৩.১৫	২২-৪৮
বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	৬.৭৭	১.৬২-৩.৩১	২৪-৪৯

অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রকল্প অনুমোদনে দুর্নীতি....

- জ্বালানি সরবরাহ চুক্তি না করেই প্রতি টন কয়লার প্রাথমিক দাম ১২০ ডলার হিসাব করে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ করায় দুর্নীতির ঝুঁকি
  - উৎপাদন শুরুর পর প্রকল্প ব্যয়সহ জ্বালানি মূল্য, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের উপর নির্ভর করে ইচ্ছামাফিক দাম বাড়ানোর সুযোগ রাখা; ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম ২-৩ গুণ বেশি পরার আশংকা
- প্রভাবশালী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার-আইপিপি) সরাসরি জ্বালানি আমদানি করার সুযোগ প্রদানে অনৈতিক চাপ প্রয়োগ- আইন পরিবর্তন করে রাষ্ট্রীয় জ্বালানি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন' এর ক্ষমতা রহিতকরণ
- বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি জ্বালানি আমদানি করার সুযোগ দেওয়া- রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশে জ্বালানির দাম ক্রয় মুল্যের চেয়ে অধিক দেখানোর সম্ভাবনা এবং অর্থ পাচারের ঝুঁকি
- প্রাইভেট সেক্টর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্রয়ের কোনো সীমারেখা/লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ না করা
- কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি মেগাওয়াটের জন্য নির্মাণ ব্যয় সরকারি প্রাক্কলন অনুযায়ী ৭-৮ কোটি টাকা হলেও বরিশাল প্রকল্পে ১৩.৭৫ কোটি টাকা এবং বাঁশখালীতে ১৬.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুমোদন; অতিরিক্ত টাকা সংশ্লিষ্টদের কমিশন হিসেবে গ্রহণের অভিযোগ

২৭

অনিয়ম ও দুর্নীতি

ধরন	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
ইআইএ সংশ্লিষ্ট অনিয়ম	• প্রাথমিকভাবে ইআইএ ছাড়াই প্রকল্পের কাজ শুরু করা; পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই কাজ চলমান রাখা • পরবর্তীতে ইআইএ অনুমোদনে দেশের দ্বিতীয় সুন্দরবন নামে পরিচিত টেংরাগিরি বনের পরিবেশগত বিপন্নতা বিবেচনা না করা • আন্ধারমানিক ইলিশ অভয়ারণ্যে ও গোরাপদ্মা সবুজ বেষ্টনীর ক্ষতির ঝুঁকি বিবেচনা না করা	• ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ প্রতিবেদন দেয়া হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান - পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে প্রভাবশালীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের অভিযোগ - ইআইএ প্রতিবেদন বারবার পরিবর্তন করা - বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে গরম পানি সাগরে ফেললে জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি মোকাবেলার পদক্ষেপ ইআইএ'তে উল্লেখ না থাকা - বায়ুর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ না করা	• ইআইএ না করেই প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন • জলাধার ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ ও পানি প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা তৈরির ফলে জনবসতি এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি • খাল, নদী ও জলাভূমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ করলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ না করা

অনিয়ম ও দুর্নীতি

ধরন	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
ইআইএ সংশ্লিষ্ট অনিয়ম	• **ইআইএ অনুমোদনের শর্ত অমান্য করা** - সুইস গেট বন্ধ ও খাল ভরাট করা - প্রাকৃতিক বনভূমি জন্মানোর প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করা • **পরিবেশ নিরাপত্তাজনিত বিধিনিষেধ ১ কিঃমিঃ হলেও তা অমান্য করে শুভ সন্ধ্যা সৈকত থেকে বালি উত্তোলন** • **রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আপত্তি উপেক্ষা করা-** - অবৈধভাবে নদীর জায়গা ভরাট করায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক জেলা প্রশাসন মারফত কাজ বন্ধের হুকুম সত্ত্বেও বিদ্যুৎকেন্দ্রের চিমনি নির্মাণ অব্যাহত	- ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রকল্পের ফলে বায়ু, পানি, ছাই ও শব্দ দূষণের প্রভাব সম্পর্কে সঠিক তথ্য না থাকা • **উপকূল এবং সমুদ্র তটের জায়গা ভরাট করা** • **জলকদর খালে মাটি ভরাট করায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি** • **বন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি ব্যবহার করা; অভয়ারণ্যসহ পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির ঝুঁকি**	• **১০ বর্গ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৮টি বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূমিরূপ ও ভূমি ব্যবহারের ব্যাপক পরিবর্তন হলেও সম্মিলিত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা না করা** • **অধিগ্রহণকৃত জমি ভরাটের জন্য সমুদ্র থেকে অতিরিক্ত বালু উত্তোলনের ফলে মাতারবাড়ীর পশ্চিমপাশে বেড়িবাঁধের ১ কিঃমিঃ এলাকায় ভাঙ্গন**

অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রয়োজনের অধিক জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ

- পার্শ্ববর্তী দেশে নির্মিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে গড়ে ০.২৩ একর এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ০.০৫৩ একর জমি প্রয়োজন হলেও গবেষণার আওতাভুক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রে মোট ৯৪২ একর অতিরিক্ত জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ

বিদ্যুৎকেন্দ্রের ধরন	বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	প্রয়োজনীয় জমি (একর)	ক্রয়/অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)	অতিরিক্ত ক্রয়/অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
কয়লাভিত্তিক	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	৩৫০	৮১	৩১০	২৩০
	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	১৩২০	৩০৪	৬৬০	৩৫৭
এলএনজিভিত্তিক	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র	৬০০	৩৩	৩৮৮	৩৫৫
মোট		২২৭০	৪১৮	১৩৫৮	৯৪২

- প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য গড়ে ০.৫৯ একর এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ০.৬৫ একর জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ

অনিয়ম ও দুর্নীতি

- গবেষণার আওতাভূক্ত ৩টি বিদ্যুৎ প্রকল্পে শুধুমাত্র ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে মোট ৩৯০ কোটি ৪৯ লাখ টাকার দুর্নীতি

ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ	দুর্নীতির পরিমাণ (টাকা)**			অর্থের গ্রহীতা*
	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র	
ইজারাকৃত জমি ব্যবহারকারীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ আত্মসাৎ	২ কোটি ২৯ লাখ	--	--	বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ডরূপ এনজিওকর্মী, ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ এবং মধ্যস্বত্বভোগী
ইজারাকৃত জমি ব্যবহারকারীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ থেকে কমিশন আদায়	৪৫ লাখ ৯০ হাজার	৫৫ কোটি	--	
ব্যক্তিগত জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ বাবদ মূল্য প্রদানে কমিশন আদায়	--	২০০ কোটি	৮২ কোটি ৫ লাখ	
ব্যক্তিগত জমির ক্ষতিপূরণের এককালীন অনুদানের টাকা আত্মসাৎ	--	--	৩৩ কোটি	
ব্যক্তিগত জমির ক্ষতিপূরণের এককালীন অনুদানের টাকা প্রদানে কমিশন আদায়	--	--	৪ কোটি ৪০ লাখ	
ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি জবরদখল এবং অর্থ প্রদান না করা	২ কোটি ৪১ লাখ	--	--	
খাস জমির জাল দলিল তৈরি করে তা বিক্রয় বাবদ অর্থ গ্রহণ	১০ কোটি ৭৫ লাখ	--	--	
মোট টাকা	**১৫ কোটি ৫৯ লাখ ৯০ হাজার**	**২৫৫ কোটি**	**১১৯ কোটি ৪৫ লাখ**	

- **দুর্নীতির আংশিক প্রাক্কলন পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে; -- সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি
- *প্রদত্ত তথ্য সকল পদ, কর্মী ও সকল সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

অনিয়ম ও দুর্নীতি

ধরন	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়ে দুর্নীতি	• সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প বলে আইসোটেক কর্তৃক প্রশাসনের সহায়তায় জমির মালিকদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও জমি দখলের অভিযোগ • ক্রয়কৃত জমির চেয়ে বেশি জায়গা দখল; ক্ষেত্রবিশেষে জমি ক্রয় না করেই জোরপূর্বক দখল • জেলে পরিবারের উপর হামলা, মামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও জোরপূর্বক উচ্ছেদ • জাল দলিল ও ভুয়া মালিক সাজিয়ে খাস এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি হাতিয়ে নেয়া - ২০টি রাখাইন পরিবারের ৭০ একর কৃষি জমি এবং উপকূলীয় বনসহ নদী ও খাল দখল	• ২ কিঃমিঃ সমুদ্রতট দখল করে লবন চাষীদের উচ্ছেদ • খাস জমিসহ স্থানীয়দের প্রায় ১০০ একর জমি জোরপূবর্ক দখলের অভিযোগ • মালিকদের নামমাত্র মূল্য দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করে নেওয়া • স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক কম মূল্যে জমি ক্রয় করে বেশি মূল্যে এস আলম কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর	• জোরপূর্বক ভূমি অধিগ্রহণের অভিযোগ • জমির মূল্য পেতে ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদানে বাধ্য হওয়া • লবণ ঘেরকে নাল জমি দেখিয়ে কম মূল্যে জমি ক্রয়

অনিয়ম ও দুর্নীতি

ধরন	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে অনিয়ম	• ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় ভুয়া আপত্তি ও মামলা দায়ের; ক্ষতিপূরণ পেতে বাধা সৃষ্টি • প্রশাসনের সহায়তায় জমির মালিকদের চাপে ফেলে বাজারমূল্যের চেয়ে কমে আইসোটেকের কাছে বিক্রিতে বাধ্য করা • মূল্য পরিশোধে কালক্ষেপণ; আইসোটেক কর্মীদের কমিশন গ্রহণের অভিযোগ	• স্থানীয়দের চাপে ফেলে ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে জমি বিক্রিতে বাধ্য করা এবং নামমাত্র মূল্যে তা ক্রয় করার অভিযোগ	• ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন অনুদান প্রদানে ‘ডর্‌প’ এনজিওর ১০-২০% কমিশন আদায় - মিথ্যা অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর; ক্ষতিপূরণের অর্থ আত্মসাৎ - দালাল ছাড়া ক্ষতিপূরণ না দেওয়া - ক্ষতিপূরণ প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা
পুর্নবাসন ও কর্মসংস্থানে অনিয়ম	• প্রকল্পে কাজের সুযোগ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ -স্থানীয়দের কাজ প্রদানে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ -চাকরি প্রাপ্ত স্থানীয়দের সাথে বেতন বৈষম্য অভিযোগ	• প্রকল্পে কাজের সুযোগ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ -ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা -শ্রমিকদের কম বেতন বা বেতন না দিয়ে কাজ থেকে অব্যাহতি; ৩০-৫০ টাকা/ঘন্টা কমিশন আদায়ের অভিযোগ	• প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের (লবণ চাষী ও ভূমি মালিক) চাকরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করার অভিযোগ

অনিয়ম ও দুর্নীতি

ধরন	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
ক্ষতিগ্রস্তদের হয়রানিসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন	• জমির মালিকদের নামে হয়রানিমূলক মামলার অভিযোগ • পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে বসবাসকারী জেলেদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ঘরবাড়ি ভাংচুরের অভিযোগ	• কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনসহ প্রকল্পে স্থানীয়দের কর্মসংস্থান, ভালো কর্মপরিবেশ প্রদান এবং অন্যায্য ছাঁটাই বন্ধের দাবি সম্বলিত আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ১২ জনের মৃত্যু • নেতৃস্থানীয়সহ আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার, ক্রসফায়ারের হুমকি, মামলার অভিযোগ	• এলাকার প্রভাবশালী কর্তৃক হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার আদায়ে বাধা প্রদানের অভিযোগ
প্রভাবশালী রাজনীতিবীদ ও আমলাদের স্বার্থ	• স্থানীয় রাজনীতিবিদ কর্তৃক অনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্পে শ্রমিক নিয়োগসহ কাঁচামাল সরবরাহের ঠিকাদারি গ্রহণ • খাস জমির জাল দলিল তৈরী ও কোম্পানির কাছে বিক্রয়ে সরকারি কর্মচারী ও আমলা সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ	• আন্দোলন বন্ধে স্থানীয় একজন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিকে অনৈতিকভাবে বিবিধ সুবিধা যেমন প্রকল্পের খাবার ক্যান্টিন পরিচালনা, তেল, ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ও শ্রমিক সরবরাহ সংক্রান্ত ঠিকাদারি প্রদান	• চর ও খাস জমিসহ সরকারি জমির জাল দলিল তৈরি; এসকল জমি মৎস্য ও চিংড়ি ঘের দেখিয়ে কোম্পানির কাছে চড়া দামে বিক্রয়ে সরকারি কর্মচারী ও আমলাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- সার্বিকভাবে জ্বালানি খাতের উন্নয়নে দাতানির্ভর নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন; দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার এবং আইনি দুর্বলতার সুযোগে উদ্বৃত্ত কয়লা প্রযুক্তি বাংলাদেশে রপ্তানি এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন
- একদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সরকারের উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেই; অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে অধিক দুর্নীতি এবং দ্রুত মুনাফা তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকায় প্রয়োজন না থাকলেও কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন
- প্রভাবশালী মহলকে অনৈতিক সুবিধা প্রদানে প্রকল্প অনুমোদন, বিবিধ চুক্তি সম্পাদন, ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ, বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ে প্রতিযোগিতাভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে বিশেষ বিধানের আওতায় চুক্তি ও কার্যক্রম সম্পাদন
- কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে গুরুত্ব না দেওয়া; পরিবেশ আইন লংঘন করে এবং নির্ভুল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়ন
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ এবং সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে ঝুঁকি বৃদ্ধি পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর বিদ্যমান আইন ও বিধি কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ- বন, নদী, খাস জমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধন
- প্রকল্প বাস্তবায়নে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং পুলিশের গুলিতে আন্দোলনকারীদের মৃত্যু; মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও বিচার না হওয়াসহ অপরাধীদের দায়মুক্তি প্রদান যা এখাত সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে আরও উৎসাহিত করছে

সুপারিশ

১. জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রণয়ন করতে হবে এবং একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপসহ প্রস্তাবিত আইইপিএমপি'তে কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দিতে হবে

২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ বাতিল করতে হবে এবং ২০২২ সালের পরে নতুন কোনো প্রকার জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে

৩. জ্বালানি প্রকল্প অনুমোদন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন, ঋণের শর্ত নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং এসংক্রান্ত সকল নথি প্রকাশ করতে হবে

৪. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ক্ষতি রোধ এবং জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় চলমান ঝুঁকিপূর্ণ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে

৫. আইএনডিসি'র অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পরিকল্পনাধীন কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সোলারসহ নাবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে

৬. ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ এবং ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে; এবং

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত দুর্নীতির তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ধন্যবাদ

প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া

সরকারি প্রকল্প

1. জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট এবং জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠন
2. কোম্পানি কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি
3. কোম্পানি কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুত এবং পর্যালোচনা ও বিবেচনার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ
4. বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি পর্যালোচনা এবং একনেক-এ প্রেরণ
5. একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন

- পিডিবি'র সাথে কোম্পানির অর্থায়ন, জ্বালানি সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি
- ঋণ সংক্রান্ত সরকারি কমিটিতে অর্থায়ন চুক্তি অনুমোদন এবং অর্থায়ন বিষয়ে সরকারের গ্যারান্টি

প্রাইভেট প্রকল্প

1. বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক পাওয়ার প্লান্ট তৈরি এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান
2. আগ্রহী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি এবং দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ
3. দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন
4. নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ এবং অনুমোদন
5. নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে পিডিবি'র বিদ্যুৎ ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন

- ফিন্যান্সিয়াল ক্লোজার চুক্তি
- জ্বালানি সরবরাহ চুক্তি
- ইম্প্লিমেন্টেশন চুক্তি

ইআইএ সম্পাদনে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশগত বিপন্নতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিকে গুরুত্ব না দেওয়া

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

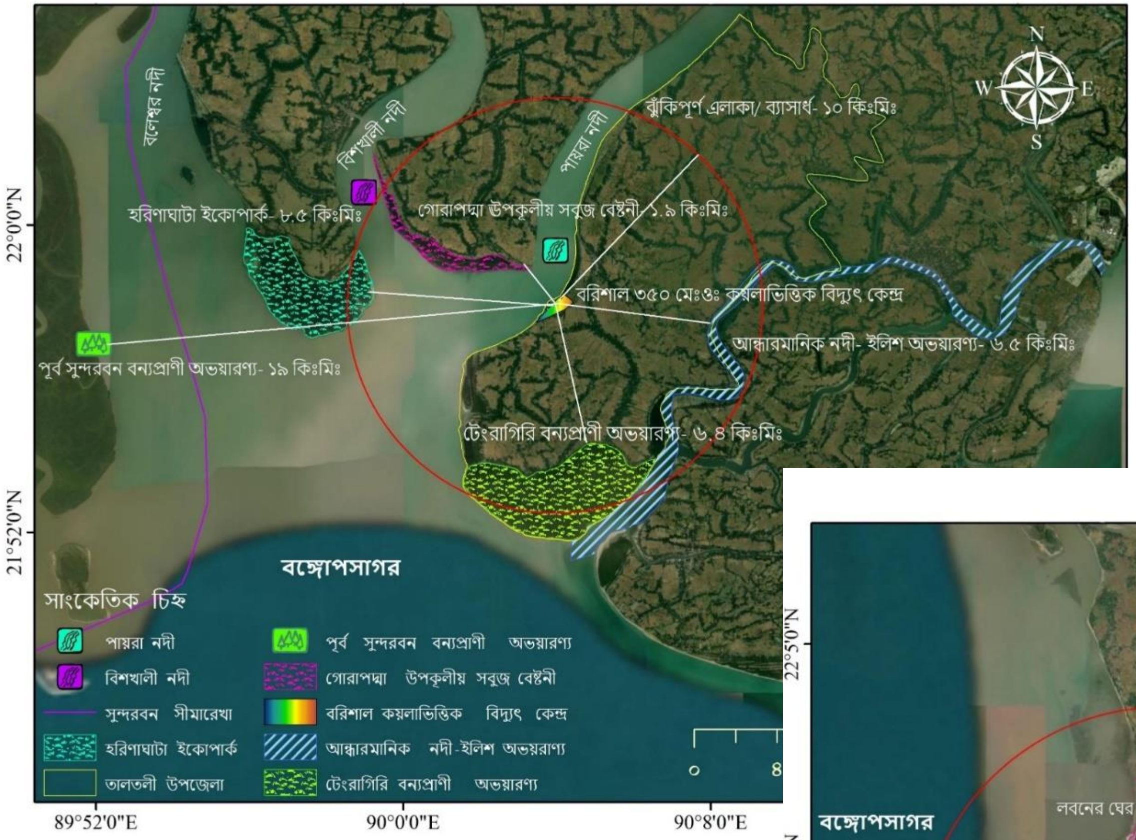

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

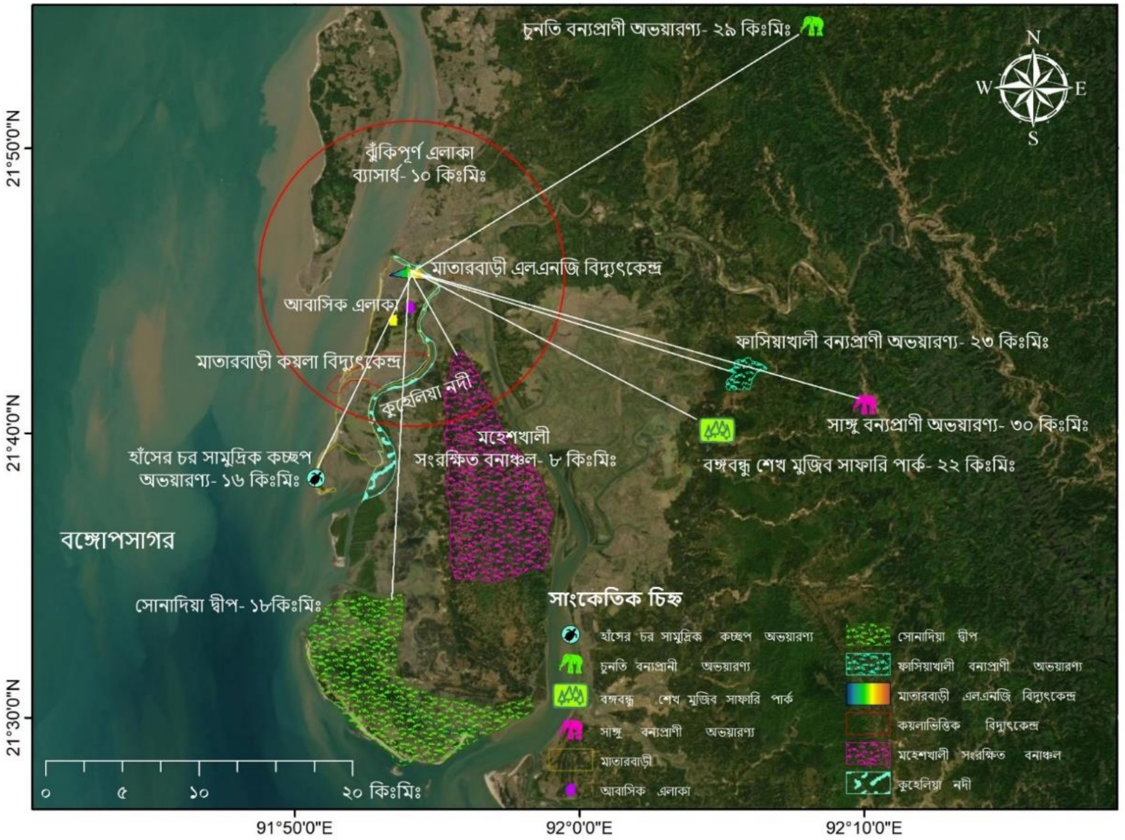

বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র

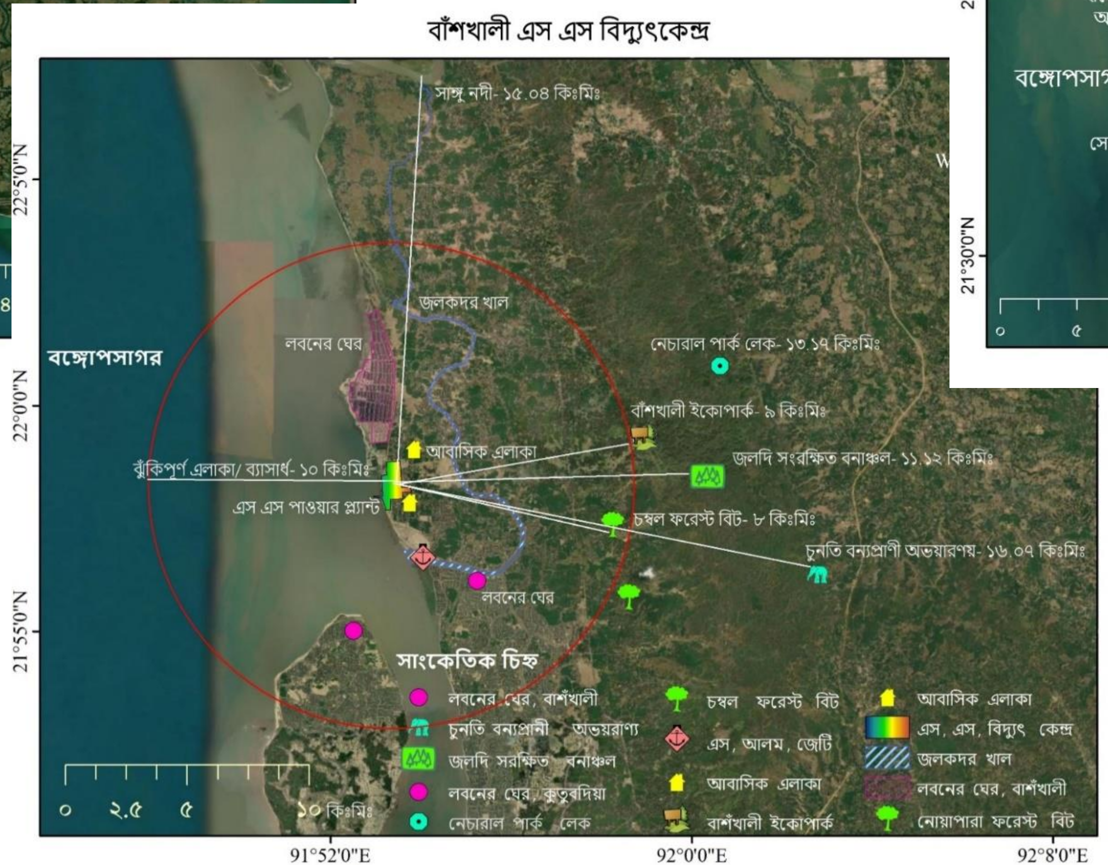

জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার

দেশী-বিদেশী সংস্থা ও বিনিয়োগকারি, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্বভোগী এবং লবিইস্ট

নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- টেন্ডার প্রস্তুত, শর্ত নির্ধারণ, দরপত্র মূল্যায়ন এবং প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী সরকারি কর্মকর্তাদের নানাবিধ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রভাবিত করা
- প্রভাশালী রাজনৈতিক কর্তৃক এজেন্ডা নির্ধারণ
- ক্রয় ও কার্যাদেশসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণ
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার যোগসাজসে অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ

নীতি, আইন ও বিধি

- চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রাক্কলন এবং উদ্দেশ্য পূরণে নতুন নীতি ও আইন (দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন) প্রণয়ন
- সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে আইন ও নীতি (পিএসএমপি, পরিবেশ আইন, ক্রয় আইন, দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন ইত্যাদি) কৌশলে আয়ত্ব এবং সুবিধাজনক ধারা সংযোজন ও সংশোধন

- প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন
- দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইনের মেয়াদ দফায় দফায় বৃদ্ধি
- বিভিন্ন সুবিধাসহ কার্যাদেশ প্রাপ্তি
- কর ও ভ্যাট রেয়াতসহ ঋণ গ্রহণে সরকারি গ্যারান্টির নিশ্চয়তা আদায়
- বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ অনৈতিকভাবে অর্থ গ্রহণ